উত্তর বঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা কেন্দ্র, পুন্ডিবাড়ি কোচবিহার
এবং ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ
ফোন: ০৩৫৮২-২৭০৯৩৩, ফ্যাক্স: ০৩৫৮২-২৭০৯৩৩

তরাই অঞ্চলের জন্য **তারিখ: ২০।০৫।২০২০**

নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত কৃষকদের জন্য সতর্কীকরণ বার্তা

আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

আবহাওয়া দফতরের সর্বশেষ খবর অনুযায়ী এই নিম্নচাপ তীব্র থেকে অতিতীব্র ঘূর্ণিঝড় আকারে পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূলের মধ্যবর্তী দিঘা(পশ্চিমবঙ্গ) এবং হাতিয়া(বাংলাদেশ) ও সুন্দরবন এর নিকটবর্তী এলাকায় ২০মে, ২০২০ আঘাত হানবে। সম্ভাবক সর্বোচ্চ গতিবেগ ১৫৫-১৬৫ কিমি/ ঘন্টা।

- **দার্জিলিং :** ২০ ও ২১ মে বাতাসের গতিবেগ ৮- ১১ কিমি/ ঘন্টা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ২১ মে মাঝারি বৃষ্টিপাত(৪৮ মিলি) ও ২২ মে ভারী বৃষ্টিপাতের (১০০ মিলি) সম্ভাবনা আছে।
- **কোচবিহার :** ২০ ও ২১ মে বাতাসের গতিবেগ ২০-৩৪ কিমি/ ঘন্টা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ২১ মে মাঝারি বৃষ্টিপাত(৩০ মিলি) ও ২২ মে ভারী বৃষ্টিপাতের (৯০ মিলি) সম্ভাবনা আছে।
- **জলপাইগুড়ি:** ২০ ও ২১ মে বাতাসের গতিবেগ ১০-১৩ কিমি/ ঘন্টা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ২১ মে মাঝারি বৃষ্টিপাত(৩৪ মিলি) ও ২২ মে ভারী বৃষ্টিপাতের (৯৫ মিলি) সম্ভাবনা আছে।
- **উত্তর দিনাজপুর:** ২০ ও ২১ মে বাতাসের গতিবেগ ১০-১৩ কিমি/ ঘন্টা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ২১ মে ২২ মে ভারী বৃষ্টিপাতের (৮০ -৮২ মিলি) সম্ভাবনা আছে।
- **দক্ষিণ দিনাজপুর :**২০ ও ২১ মে বাতাসের গতিবেগ ১০-১৩ কিমি/ ঘন্টা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ২১ মে ২২ মে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের (৪০-৫০ মিলি) সম্ভাবনা আছে।
- **মালদা:** ২০ ও ২১ মে বাতাসের গতিবেগ ১০-১৩ কিমি/ ঘন্টা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ২১ মে ২২ মে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের (৪০-৫০ মিলি) সম্ভাবনা আছে।

- **এই সময় করণীয় কিছু পদক্ষেপ:**

সাধারণঃ

১. দয়া করে উপরোক্ত সময়কালে বাড়িতে থাকুন।

২. বিদ্যুৎবাহী তার থেকে দূরে থাকুন।

৩. দুর্বল মাটির বাড়িতে থাকা এড়িয়ে চলুন, সম্ভব হলে পাকা স্থানে আশ্রয় নিন।

৪. শুকনো খাবার ও পানীয় জল সংগ্রহ করুন।

৫. গাছের তলায় আশ্রয় নেবেন না।

৬. ভাঙা বাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন।

৭. কোনো প্রকার করোনা ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারবাবু সাথে যোগাযোগ করুন।

কৃষক বন্ধুঃ

১. আম ও লিচু কৃষক ভাইদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে / অনুরোধ করা হচ্ছে যে আর্থিক ক্ষয় এড়াতে পাকা আম ও লিচু গাছ থেকে পেড়ে ফেলুন এবং নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন।

২. কেটে নেওয়া শস্য সুরক্ষিত স্থানে মজুত করুন।

৩. জমির চার পাশের জল নিষ্কাশনের নালা গুলি পরিষ্কার রাখুন।

৪. খুব প্রয়জন না হলে জমিতে যাবেন না বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

৫. গাছের তলায় আশ্রয় নেবেন না।

৬. আগামী ২-৩ দিন ফসলের এবং সবজির জমিতে কোনো ধরণের ওষুধ স্প্রে করবেন না।

৭. জমিতে জলসেচ দেয়ার প্রয়োজন নেই।

৮.আকাশ পরিষ্কার দেখে মাঠের ফসল বাড়িতে তুলুন।

গাবাদি পশুঃ

১. সাইক্লোনের প্রভাব থাকার জন্য গবাদি পশুদের বাইরে চরতে দেবেন না এবং সুরক্ষিত স্থানে রাখুন।

২. গবাদি পশুদের খাবার ও পানীয় জল সংগ্রহ করুন।

ড: শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নোডাল অফিসার, গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা, পুন্ডিবাড়ি, উত্তর বঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়